

কিন্তু প্রেময় পিতার ন্যায় এবং মেহমী মাতার ন্যায় আপন সন্তানদের বাঁচাতে মানুষের দেহ ধারণ করলেন। এই মানুষ দেহী দ্রুতিরের নাম যীশু খ্রীষ্ট। তিনি স্বয়ং মানুষ দেহে মানুষের পাপের দন্ত ভোগ করলেন। বাইবেল বলে, ‘তিনি আমার অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ব হলেন, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ, আমাদের শাস্তিজনক শাস্তি তাঁর উপর পড়ল, এবং তাঁর ক্ষত সকলের দ্বারা আমাদের আরোগ্য হল।’

পাপের দন্ত মৃত্যু আর সেই দৈহিক ও আত্মিক মৃত্যুর হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে তিনি নিজে আপন প্রাণ, আপন দেহে, মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করলেন।

মৃত্যুর তিনি দিন পরে তিনি পুনর্জীবিত হলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে বলেছিলেন প্রাণ সমর্পণ করবার ও পুনরায় গ্রহণ করবার ক্ষমতা আমার আছে। এই ক্ষমতা আন্য কোন মানুষের ছিল না। যীশু দ্রুত। তাই মৃত্যু তাকে তাঁর কবলে রাখতে পারে নি। তিনি মানুষের দেহ ধারণ করে মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থিত হলেন, যেন মানুষ অমর হতে পারে। দ্রুত অমর। কিন্তু তাঁর সৃষ্টি মানুষকে অমর করবার জন্য, অনন্ত জীবন দেবার জন্য, তিনি মৃত্যুকে জয় করে উঠলেন। যীশু আজ জীবিত। তিনি আজও রোগী সুস্থ করেন, পাপীকে উদ্ধার করেন। এই জীবিত যীশুকে ভক্তিবাবে, বিশ্বাস করে হৃদয়ে ডেকে নিলে তিনি মানুষের হৃদয়ে তাঁর আত্মার মাধ্যমে আসেন তাকে শাস্তি দেন। তাঁর মালিন হৃদয় তাঁর পৰিত্ব প্রায়চিত্কারী রক্তে ধূয়ে পরিষ্কার করেন ও সব পাপের মোচন করেন। তিনি শুধু খ্রীষ্টিয়ানদের মুক্তিদাতা নন, তিনি এই বিশ্বের সকলের দ্রুত ও প্রেময় পিতা ও মুক্তিদাতা। তিনি আপনার মঙ্গল চান। তাঁর হাতে আপনার জীবন সমর্পণ করন। এই বিষয়ে আগো জানতে চাইলে এই টিকনায় পৌঁজ করবেন।

মিডিয়া আউটরিচ, পোষ্ট বক্স-৭০০, ঢাকা-১০০০

ই-মেইল: [mediaoutreach.ag@gmail.com](mailto:mediaoutreach.ag@gmail.com)

Web: [www.mediaoutreachbd.com](http://www.mediaoutreachbd.com)

BEN 05

## সঞ্চান

মানুষের মনে আবহমান কাল থেকে প্রশ্ন জেগে এসেছে, দ্রুতির - তিনি কেমন? দ্রুতির কেমন এই প্রশ্নের উত্তর আমি এখনে দেবার চেষ্টা করব। মনে রাখতে হবে এই জগতে দুটি শক্তি একই সঙ্গে কার্য করছে।

দ্রুতির, মঙ্গলময় ও উত্তম, শয়তান-বিনাশক ও নিষ্ঠাত মন্দ। দ্রুতিরের অধীনে করণার দৃত্বাহিনী কাজ করেন। শয়তানের অধীনে মন্দ শক্তি ও দৃত্বাহিনী কাজ করে। দ্রুতির স্বাস্থ্য দেন, শয়তান রোগ ব্যাধি আনে। দ্রুতির আশীর্বাদ করেন, শয়তান অভিশাপ আনে। দ্রুতির মানুষকে বিবিধ মঙ্গলে ভূষিত করেন, শয়তান নানা রকম অমঙ্গল আনে।

আদিতে দ্রুতির যথন মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন, তখন মানুষ ছিল সর্বাঙ্গ সুন্দর। দেহ-আত্ম-গ্রাণে সে ছিল অবিকল সুন্দর ও পৰিত্ব। দ্রুতির মানুষকে যন্ত্র করে সৃষ্টি করেননি, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ছিল। সে ইচ্ছা করলে তাঁর মঙ্গলময় স্তুষ্টা পিতাকে ছেড়ে যেতে পারত। মঙ্গলময় দ্রুতিরকে ছেড়ে গেলে, তাঁর অবাধ্য হলে মানুষ যে বিপদে পড়বে, একথাও তিনি মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

মানুষের পরম শক্তি শয়তান, মানুষকে প্রেলোভনের মধ্য দিয়ে দ্রুতির নিকট থেকে দূরে নিয়ে গেল ও পাপের মধ্যে টেনে নামাল। আজ আদমের সকল সন্তান পাপের কবলে। এই যে তুল মানুষ শুরুতে করেছিল, তার ফল মানুষ আজ তিনে তিনে অনুভব করছে। “পাপের বেতন মৃত্যু”।

এই পাপের দরকারই, মানুষ আজ শয়তানের কবলে। শয়তানে সে রহস্য ও মর্ত; মনে সে অশাস্তির বোঝায় ভারবগ্রস্ত-আত্মাতে সে পাপগ্রস্ত।

পাপে প্রতিত হবার ফল সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, প্রথম মানুষের জ্যোষ্ঠপুত্র-কয়িন তাঁর ছেট ভাই হেবলকে হত্যা করল। ক্রমে ক্রমে প্রথিবীতে পাপের এত আধিক্য হল যে দ্রুতির মহাপ্লাবন পাঠ্যে প্রথিবীকে পরিষ্কার করলেন। কিন্তু ঘর পরিষ্কার করলে কি আর মানুষের মন পরিষ্কার হয়? মানুষ কিন্তু শয়তানের হাত থেকে মুক্তি পেল না। মানুষ মন ফিরাল না। শতাব্দীর পরে শতাব্দী ধরে চলে এল শয়তানের অত্যাচার ও উৎপীড়ন এই দুর্বল ও অসহায় মানব জাতির উপর। মানুষ শয়তানের কবলে প্রতিত হবার পর, আবার দ্রুতিরের কাছে ফিরবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু দুর্ধের বিষয় এই যে, শয়তান মানুষের আধ্যাত্মিক চক্ষ ও বিচার বৃদ্ধি এমন ঘোলাটে করে দিল, যে মানুষ দ্রুতিরের কাছে না পৌছে, নিজেরা আপন আপন জ্ঞান, কল্পনা ও সাধনা অনুযায়ী নিজেদের মনঃস্তুষ্টির জন্য, নিজেদের দেবতা গড়ে তুলল। ফলে দাঁড়াল



নানা মুনির নানা মত, যত মানুষ তত পথ। মানুষ হারিয়ে ফেলল দ্রুতিরিক-জ্ঞান, নিজেদের অথথা তর্ক-বিতর্কে অসার হয়ে পড়ল কেউ বা বলল দ্রুতির নেই। কেউবা তাঁর এমন অয়ক্ষর রূপ দিল যে, তাঁর কাছে যাওয়া দুরুহ হয়ে পড়ল। দ্রুতির কিন্তু স্ফুর্দ হয়ে মানুষ কে দূরে রাখতে চাননি। তিনি তো মঙ্গলময়-তিনি পিতা। মানুষ যখন পাপে পতিত হল, তখন থেকেই দ্রুতির ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, মানুষকে উদ্ধার করবার জন্য। অবিশ্বস্ত মানুষ কিন্তু গোড়াতে দ্রুতিরকে ডাকেনি বরং সে দ্রুতিরের নিকট থেকে লুকিয়ে ছিল। কিন্তু আপন আলয় স্বর্গ ছেড়ে তাদের ফিরে পাবার জন্য দ্রুতির তাকে খুজেছিলেন, যুগ যুগ ধরে দ্রুতির বিভিন্ন ভক্তের মাধ্যমে মানুষকে ডাকেনে কিন্তু তুল মানুষ তাঁর ডাক শুনতে পেল না। শেষে তিনি তুল মানুষের দেহ ধারণ করে যীশু খ্রীষ্ট অর্থাৎ অভিযিন্ত মুক্তিদাতা নাম নিয়ে মানুষের মাঝে এসে দাঢ়ালেন। যীশু খ্রীষ্টই দ্রুতির দ্রুতিরের প্রতিমূর্তি। যীশু খ্রীষ্টের জীবন ও কার্য লক্ষ্য করলে আমরা মানুষের পরম মঙ্গলময় দ্রুতিরকেই দেখতে পাব। মারের হৃদয়ে যেমন সন্তানের প্রতি দেরদ ও জ্বেল বর্তমান, তেমনি যীশু খ্রীষ্টের অস্তরে তাঁর সৃষ্টি মানুষের জন্য কত চিন্তা, কত নেহ ও মমতা। আর কেউই সমগ্র মানুষকে এইভাবে ভালবাসতে পারেনি, ভালবাসেও নি। সেই জন্যই যীশুর সঙ্গে কারুর তুলনা হয় না।

তিনি যুরে যুরে পাপী-তাপীকে বক্ষে টেনে নিয়ে, তাদের জীবন বদলে দিচ্ছেন। পীড়িতদের সুস্থ করছেন। তিনি অন্ধদের চোরের মৃষ্টি দান করলেন। খঞ্জকে দিলেন চলবার শক্তি। কোন রোগী তাঁর চাদর ছয়েই ভাল হয়ে যেত। এছাড়া তিনি কত মৃতকে জীবন দিয়েছেন, এমন কি চার দিমের মরা দেহকে তিনি আজ্ঞা দিয়েছিলেন-“লাসার বাহিরে আইস”-আর সে জীবিত হয়ে কবর থেকে বাইরে এসেছিল। বিপদের সময়ে তিনি সুপ্রাপ্য সহায় হয়ে স্বীকৃতের পার্শ্বে দিয়েছিলেন। অভাবগ্রস্তদের খাদ্য দিয়ে তৃষ্ণ করেছেন। তিনি দ্রুতি।

লোকে মনে করে যে ভাল বা মন্দ বুঝি সবই দ্রুতির করান। না, শয়তান মন্দ করে, সে মানুষকে অন্ধ করে, সে অসুস্থ করে, সে কুষ্টগ্রস্ত করে, সে বিপদে ফেলে, সে অভাবে ফেলে, সে অশাস্তি পেলে-হাঁ, সে নিষ্ঠাত মন্দ। সে চুরি, বধ ও বিনাশ করে। কিন্তু দ্রুতির উত্তম ও মঙ্গলময়। দেখুন তাকে যীশুর রূপে, তিনি মানুষের হিত করে বেঢ়াতেন ও শয়তান কঢ়ক উৎপীড়িত সকলকে মুক্ত করতেন।

এই যীশুই, দেহে মৃত্যুমান দ্রুতির প্রতিমূর্তি, মানুষের মুক্তির জন্য আপন প্রাণ বলিদান করেছেন। তিনি ন্যায়বান ধার্মিক দ্রুতি। তিনি আবার প্রেময় পিতা। পাপী মানুষের উপযুক্ত বিচার সিদ্ধ দন্ত বিধান তাঁকে করতে হয়েছিল, না হলে তিনি দ্রুতির হতে পারতেন না।

# সম্বান্ধ

মানুষের মনে আবহান কাল থেকে প্রশ্ন জেগে এসেছে, দৈশ্বর - তিনি কেমন? দৈশ্বর কেমন এই প্রশ্নের উত্তর আমি এখানে দেবার চেষ্টা করব। মনে রাখতে হবে এই জগতে দুটি শক্তি একই সঙ্গে কার্য করছে। দৈশ্বর মানুষের স্তুতি ও পিতা, শয়তান মানুষের বিনাশক ও শত্রু। দুজনই বাস্তু।

দৈশ্বর, মঙ্গলময় ও উত্তম, শয়তান-বিনাশক ও নিতান্ত মন্দ। দৈশ্বরের অধীনে করণের দূরবাহিনী কাজ করেন। শয়তানের অধীনে মন্দ শক্তি ও ভূরবাহিনী কাজ করে। দৈশ্বর স্বাস্থ্য দেন, শয়তান রোগ ব্যাধি আনে। দৈশ্বর আশীর্বাদ করেন, শয়তান অভিশাপ আনে। দৈশ্বর মানুষকে বিবিধ মঙ্গলে ভূষিত করেন, শয়তান নানা ব্রক্ষ অপঙ্গল আনে।

আদিতে দৈশ্বর যখন মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন, তখন মানুষ ছিল সর্বাঙ্গ সুন্দর। দেহ-আত্ম-প্রাণে সে ছিল অবিকল সুন্দর ও পবিত্র। দৈশ্বর মানুষকে যন্ত্র করে সৃষ্টি করেননি, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ছিল। সে ইচ্ছা করলে তার মঙ্গলময় স্তুতি পিতাকে ছেড়ে যেতে পারত। মঙ্গলময় দৈশ্বরকে ছেড়ে ফেলে, তাঁর অবাধ্য হলে মানুষ যে বিপদে পড়বে, একথাও তিনি মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

মানুষের পরম শক্তি শয়তান, মানুষকে প্রোভানের মধ্য দিয়ে দৈশ্বরের নিকট থেকে দূরে নিয়ে ফেল ও পাপের মধ্যে ঢেনে নামাল। আজ আমরের সকল সংস্কৃতি পাপের করবেন। এই যে ভুল মানুষ শুরুতে করেছিল, তার ফল মানুষ আজ তিলে তিলে অনুভব করছে। “পাপের বেতন মৃত্যু”।

এই পাপের দুরগতি, মানুষ আজ শয়তানের করবে। শরীরে সে রূপ ও মর্ত; মনে সে অশাস্ত্র বোঝায় ভারগত্ত-আত্মাতে সে পাপগ্রস্ত।

পাপে পতিত হবার ফল সঙ্গে দেখা গেল, প্রথম মানুষের জ্যেষ্ঠগত্ত-ক্ষয়িন তার ছেট ভাই হেবলকে হত্যা করল। ক্রমে ক্রমে প্রথিবীতে পাপের এত আবিক্য হল যে দৈশ্বর মহাপ্লাবন পাঠিয়ে প্রথিবীকে পরিক্ষার করলেন কিন্তু ঘর পরিক্ষার করলে কি আর মানুষের মন পরিক্ষার হয়? মানুষ কিন্তু শয়তানের হাত থেকে মুক্তি পেল না। মানুষ মন ফিরাল না। শতাদীর পরে শতাদী ধরে চলে এল শয়তানের অত্যাচার ও উৎসীভূত এই দুর্বল ও অসহায় মানব জাতির উপর। মানুষ শয়তানের করলে পতিত হবার পর, আবার দৈশ্বরের কাছে ফিরবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শয়তান মানুষের আধ্যাত্মিক চক্ষু ও বিচার বুদ্ধি এমন যোলাটে করে দিল, যে মানুষ দৈশ্বরের কাছে না পৌছে, নিজেরা আপন আপন জান, কল্পনা ও সাধনা অনুযায়ী নিজেদের মনঃভূষিত জন্য, নিজেদের দেবতা গড়ে তুলন। ফলে দাঁড়াল

কিন্তু প্রেমময় পিতার ন্যায় এবং নেহময়ী মাতার ন্যায় আপন সন্তানদের বাঁচাতে মানুষের দেহ ধারণ করলেন। এই মানুষ দেহী দৈশ্বরের নাম যীশু খ্রীষ্ট। তিনি স্বয়ং মানুষ দেহে মানুষের পাপের দন্ত ভোগ করলেন। বাইবেল বলে, ‘তিনি আমার অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ হলেন, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ, আমাদের শাস্তিজনক শাস্তি তাঁর উপর পড়ল, এবং তাঁর ক্ষত সকলের দ্বারা আমাদের আরোগ্য হল।’ পাপের দন্ত মৃত্যু আর সেই দৈহিক ও আত্মিক মৃত্যুর হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে তিনি নিজে আপন প্রাণ, আপন দেহে, মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করলেন।

মৃত্যুর তিনি দিন পরে তিনি পুনর্জীবিত হলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে বলেছিলেন প্রাণ সমর্পণ করবার ও পুনরায় গ্রহণ করবার ক্ষমতা আমার আছে। এই ক্ষমতা অন্য কোন মানুষের ছিল না। যীশু দৈশ্বর। তাই মৃত্যু তাকে তার করলে রাখতে পারে নি। তিনি মানুষের দেহ ধারণ করে মৃত্যুকে জয় করে পুনরুদ্ধিত হলেন, যেন মানুষ অমর হতে পারে। দৈশ্বর অমর। কিন্তু তাঁর সৃষ্টি মানুষকে অমর করবার জন্য, অনন্ত জীবন দেবার জন্য, তিনি মৃত্যুকে জয় করে উঠলেন। যীশু আজ জীবিত। তিনি আজও রোগী সুস্থ করেন, পাপীকে উদ্ধার করেন। এই জীবিত যীশুকে ভক্তিভাবে, বিশ্বাস করে দ্বাদশ ডেকে নিলে তিনি মানুষের দ্বাদশ তাঁর আত্মার মাধ্যমে আসেন তাকে শাস্তি দেন। তার মালিন দ্বাদশ তাঁর পবিত্র প্রায়চিত্তকারী রক্তে ধূয়ে পরিক্ষার করেন ও সব পাপের মোচন করেন। তিনি শুধু আঁশিয়ানদের মুক্তিদাতা নন, তিনি এই বিশ্বের সকলের দৈশ্বর ও প্রেমময় পিতা ও মুক্তিদাতা। তিনি আপনার মঙ্গল চান। তাঁর হাতে আপনার জীবন সমর্পণ করল। এই বিষয়ে আরো জানতে চাইলে এই ঠিকানায় হোঁজ করবেন।

মিডিয়া আউটচারিচ, পোষ্ট বক্স-৭০০, ঢাকা-১০০০

ই-মেইল: [mediaoutreach.ag@gmail.com](mailto:mediaoutreach.ag@gmail.com)

Web: [www.mediaoutreachbd.com](http://www.mediaoutreachbd.com)

নানা মুনির নানা মত, যত মানুষ তত পথ। মানুষ হারিয়ে ফেলল দৈশ্বরিক-জ্ঞান, নিজেদের অথবা তর্ক-বিতর্কে আসা হয়ে পড়ল কেউ বা বলল দৈশ্বর নেই। কেউবা তাঁর এমন ভয়ঙ্কর রূপ দিল যে, তাঁর কাছে যাওয়া দুর্ভুত হয়ে পড়ল। দৈশ্বর কিন্তু ক্ষুব্ধ হয়ে মানুষ কে দূরে রাখতে চাবনি। তিনি তো মঙ্গলময়-তিনি পিতা। মানুষ যখন পাপে পতিত হল, তখন থেকেই দৈশ্বর ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, মানুষকে উঠার করবার জন্য। অবিশ্বাস মানুষ কিন্তু গোড়াতে দৈশ্বরকে ডাকেনি বরং সে দৈশ্বরের নিকট থেকে লুকিয়ে ছিল। কিন্তু আপনি আলয় স্বর্গ ছেড়ে তাদের ফিরে পাবার জন্য দৈশ্বর তাকে ডেকেছিলেন, দৈশ্বর তাকে খুজেছিলেন, যুগ যুগ ধরে দৈশ্বর বিভিন্ন ভঙ্গের মাধ্যমে মানুষকে ডাকলেন কিন্তু স্থূল মানুষ তাঁর ডাক শুনতে পেল না। শেষে তিনি স্থূল মানুষের দেহ ধারণ করে যীশু খ্রীষ্ট অর্থাৎ অভিষিক্ত মুক্তিদাতা নাম নিয়ে মানুষের মাঝে এসে দাঢ়ালেন। যীশু খ্রীষ্টই দৈশ্বরের প্রতিমূর্তি। যীশু খ্রীষ্টের জীবন ও কার্য লক্ষ্য করলে আমরা মানুষের পরম মঙ্গলময় দৈশ্বরকেই দেখতে পাব। মায়ের দ্বাদশ যেমন সন্তানের প্রতি দরদ ও মেহ বর্তমান, তেমনি যীশু খ্রীষ্টের অস্তরে তাঁর সৃষ্টি মানুষের জন্য কত চিন্তা, কত মেহ ও মমতা। আর কেউই সমগ্র মানুষকে এইভাবে ভালবাসতে পারেনি, ভালবাসেও নি। সেই জন্যই যীশুর সঙ্গে কারুর তুলনা হয় না।

তিনি ঘুরে ঘুরে পাপী-তাপীকে বক্ষে টেনে নিয়ে, তাদের জীবন বদলে দিচ্ছেন। পীড়িতদের সুস্থ করছেন। তিনি অকন্দরে চোখের দৃষ্টি দান করলেন। খঙ্গকে দিলেন চলবার শক্তি। কোন রোগী তাঁর চাদার ছুয়েই ভাল হয়ে যেত। এছাড়া তিনি কত মৃতকে জীবন দিয়েছেন, এমন কি চার দিনের মরা দেহকে তিনি আজও দিয়েছিলেন-জ্ঞানার বাহিরে আইস-”-আর সে জীবিত হয়ে কবর থেকে বাইরে এসেছিল। বিপদের সময়ে তিনি সুপ্রাপ্য সহায় হয়ে লোকদের বাচিয়েছিলেন। অভাবগ্রস্তদের খাদ্য দিয়ে তৃপ্ত করেছেন। তিনি দৈশ্বর।

লোকে মনে করে যে ভাল বা মন্দ বুঝি সবই দৈশ্বর করান। না, শয়তান মন্দ করে, সে মানুষকে অন্ধ করে, সে অসুস্থ করে, সে ক্রুপগ্রস্ত করে, সে বিপদে ফেলে, সে অভাবে ফেলে, সে অশাস্ত্রিতে ফেলে-হাঁ, সে নিতান্ত মন্দ। সে চুরি, বধ ও বিনাশ করে। কিন্তু দৈশ্বর উত্তম ও মঙ্গলময়। দেখুন তাকে যীশুর রূপে, তিনি মানুষের হিত করে বেড়াতেন ও শয়তান কর্তৃক উৎসীভূত সকলকে মুক্ত করতেন।

এই যীশুই, দেহে মুক্তিমান দৈশ্বর, অদৃশ্য দৈশ্বরের প্রতিমূর্তি, মানুষের মুক্তির জন্য আপন প্রাণ বলিদান করেছেন। তিনি ন্যায়বান ধার্মিক দৈশ্বর। তিনি আবার প্রেমময় পিতা। পাপী মানুষের উপর্যুক্ত বিচার সিদ্ধ দন্ত বিধান তাঁকে করতে হয়েছিল, না হলে তিনি দৈশ্বর হতে পারতেন না।

